দৈনিক সংবাদ

[illegible]

তারিখ ... ... ...০.২০০৩
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

# দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, জুলাই-আগস্ট মাসে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কলেজে ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা নিয়ে অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা, ভর্তিযুদ্ধ শিরোনামে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিভিন্নভাবে লেখা বেরোয়। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু চিন্তা করার আছে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মোটামোটি চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক/স্নাতকোত্তর।

প্রথমত, প্রাথমিক শিক্ষার দিকে তাকানো যাক। আমাদের দেশে যত ক্ষুদে ছাত্র/ছাত্রী আছে তার তুলনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও একেবারে অপ্রতুলও বলা যায় না। দেশের রাজধানীসহ বিভাগীয় শহর, জেলা শহর এমনকি কোন কোন থানা পর্যায়ও একটু সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠানো হয় না। অথচ বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রচুর অনার্স, মাস্টার্স পাস শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। তারা পুরোপুরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাস করে- চাকরিতে ঢোকেন। আমার জানা আমারই এক ছাত্র এসএসসি থেকে এমএসসি পর্যন্ত সব জায়গায় ১ম শ্রেণী নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। কিন্তু অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদেরকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে না পাঠিয়ে পড়তে পাঠান তথাকথিত কিন্ডার গার্টেন মার্কা বিদ্যালয়ে। এখানে অভিভাবকদেরও একতরফা দোষ দেয়া যায় না কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ একটি কথা চলে আসছে যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না। আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই যে লেখাপড়া হয় না কথাটা চালু আছে এর জন্য দায়ী কে? বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কিন্ডার গার্টেনগুলোতে কারা শিক্ষকতা করেন? এদের প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি এদের অনেকেরই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বা অংশগ্রহণ করে অনেকেই সফল হতে পারেননি। আমার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কিন্ডার গার্টেনের উপর কোনই খেদ নেই কিন্তু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে প্রচুর উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষক আছেন সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়তে যাবে না কেন? এ জন্য অভিভাবক, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। শিক্ষকের মান দিয়ে প্রতিষ্ঠানের বিচার হয় না, শিক্ষার মান দিয়েই প্রতিষ্ঠানের বিচার করতে হয়। সেদিকে যদি আমরা সবাই মিলে দৃষ্টি রাখি তবেই মনে হয় অভিভাবক তথা ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের কষ্টের কিছু উপশম হয়। এছাড়াও বেসরকারি বিদ্যালয় বা কিন্ডার গার্টেনগুলোতে বেতন, বাড়তি বই পোশকসহ নানাভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান যদি সত্যিই কিছু উন্নত হয় তবে অভিভাবকরা অর্থের দিক থেকেও প্রচুর উপকৃত হবে।

দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক স্তরে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা আসলেই কম, এমন কি সরকারি কলেজের তুলনায়ও অনেক কম। খুলনা শহরেই যেখানে সরকারি কলেজের সংখ্যা ৬টা সেখানে সরাারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৪টা। তবে বেসরকারি বিদ্যালয় তো অনেক আছে। ছাত্র/ছাত্রীদের তুলনায় খুব বেশি না হলেও মোটামোটি সংকুলান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো মানসম্পন্ন বিদ্যালয়ের সংখ্যা কটা? এই তো কিছুদিন আগে 'সংবাদ'-এ দেখলাম ঢাকা শহরে ১০/১২টা বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ছাত্র/ছাত্রী উপচে পড়ছে।

যেখানে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতেও সরকার বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ অনুদান দিচ্ছে সেখানে সরকারের অবশ্যই কিছু বলার আছে। তাই বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান বাড়ানোর দিকে যদি সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষকগণ এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি একটু আন্তরিক হয় তবে এই ভর্তিযুদ্ধ নামক ব্যাপারটা মনে হয় অনেক কমে যাবে। এখন দেখা যায় ছাত্র/ছাত্রীরা কোচিং সেন্টারের উপর অতি

এর ফলে কি হলো, বি,এল কলেজ, বিএম কলেজ, রাজেন্দ্র কলেজ, রাজশাহী কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ ইত্যাদি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী উঠে গেল। পাশাপাশি অনেক কলেজই হলো কিন্তু ছাত্র/ছাত্রীর মান আর আগের মতো থাকলো না। এর ফলে বুয়েট, বিআইটি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আগের মতো মফস্বলের ছেলেমেয়েরা আর সুযোগ পাচ্ছে না। বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা হলো বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ঢাকার বাহিরে তুলনামূলকভাবে দিন দিন কমছেই। দেশে সরকারি-বেসরকারি কলেজের সংখ্যা প্রচুর আছে কিন্তু মানসম্পন্ন কলেজের সংখ্যা আসলেই খুব কম। তাই শিক্ষার মান বাড়ানোর দিকে আমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানোর দিকে যেমন খেয়াল থাকবে তেমনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া যাতে ঠিকমতো হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

চতুর্থত, স্নাত/স্নাতকোত্তর স্তর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যা শুরু করেছে তা শিক্ষার সাথে যুক্ত সবাইকেই হতাশ করছে। থানা পর্যায়ের অনেক কলেজেই সম্মান/মাস্টার্স কোর্স পড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে। যেসব কলেজে ঠিকমতো উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স পড়ানোর মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষক বা ভৌত সুবিধাদি নেই, সেসব কলেজে সম্মান/মাস্টার্স কোর্স চালু করে বসে আছে। এমন সবদিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার সবক্ষেত্রেই চরম অব্যবস্থা এবং অনিয়ম চলছে। এর থেকে আমাদের উত্তরণের প্রয়োজন। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তাই সরকার, সচেতন নাগরিকবৃন্দ তথা অভিভাবককুল এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই (ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন স্কুল/কলেজ পরিচালনা কমিটি) কে এগিয়ে এসে এই চরম অবক্ষয় রোখার চেষ্টা করতে হবে।

আলো চক্রবর্তী (গৃহিণী)
দৌলতপুর, খুলনা।